Islami Ain O Bichar
Vol. 17, Issue: 68
Oct.-Dec. 2021

# ইসতিসহাবের আইনী মর্যাদা ও এর প্রায়োগ : একটি বিশ্লেষণ

## Legal Status of *Iistiṣḥāb* and Its Application: An Analysis

Md. Ruhul Amin*

*Iistiṣḥāb is a complementary source of Islamic law. According to the principles of Islamic jurisprudential theories, Iistiṣḥāb refers to the continuation of a ruling which stands on a certain reason which cannot be altered unless an evidence requiring so alteration of the ruling is found. Though the ruling of Iistiṣḥāb is enforced in many contemporary issues, many still doubt about its authenticity and application, and raise various questions about it. In order to remove such doubts and respond to the raised questions, definition of Iistiṣḥāb, its classification, authenticity, the legal maxims thereto and the example of its application in various chapters of fiqh have been discussed in this article. In writing the article, descriptive, analytical and review methods have been adopted. It has been proved from the article that it has been considered as a tool for promulgating laws in all the jurisprudential schools of Islamic law, as intellectual evidence including the Quran-Sunnah, and the practices of the Companions and of their disciples stand as a proof in support of it. In addition, there exists a number of Islamic legal maxims concerned with the principle of Iistiṣḥāb. The ʿUṣūli scholars however have imposed some conditions in applying Iistiṣḥāb as a tool for promulgating laws.*

**Keywords**: *Iistiṣḥāb*; *ʿUṣūl -fiqh*; Legal Maxim; the Source of Islamic law; Legal Schools

### সারসংক্ষেপ

*ইসতিসহাব ইসলামী আইনের সম্পূরক একটি উৎস। ইসলামী আইনের মূলনীতিশাস্ত্র অনুযায়ী ইসতিসহাব হলো, অতীতের কোনো কার্যকরণের প্রেক্ষিতে নির্ধারিত প্রচলিত কোনো বিধান ততক্ষণ পর্যন্ত স্থায়ী করা, যতক্ষণ উক্ত কার্যকরণ বা বিধান পরিবর্তন করার মত কোনো দলীল না পাওয়া যায়। সমসাময়িক অনেক ইস্যুতে ইসতিসহাবের বিধান কার্যকর করা সত্ত্বেও অনেকে এর প্রামাণিকতা ও*

* Dr. Md. Ruhul Amin Rabbani is an Adjunct facility (Assistant Professor) of Islamic Studies, Manarat International University, Dhaka and Shariah Scholar for Islamic Finance, Bangladesh, email: ruh1987@manarat.ac.bd



*প্রয়োগ সম্পর্কে সংশয় প্রকাশ করেন এবং এ সম্পর্কে নানাবিধ প্রশ্ন উত্থাপন করেন। সেসব সংশয়ের নিরসন ও উত্থাপিত সম্পূরক প্রশ্নসমূহের উত্তর প্রদানের উদ্দেশ্যে আলোচ্য প্রবন্ধে ইসতিসহাবের পরিচিতি, প্রকারভেদ, প্রামাণিকতা, ইসতিসহাব সংশ্লিষ্ট ফিকহী রীতি ও ফিকহের বিভিন্ন অধ্যায়ে এর প্রয়োগের দৃষ্টান্ত তুলে ধরা হয়েছে। প্রবন্ধটি রচনার ক্ষেত্রে বর্ণনা, বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা পদ্ধতির অনুসরণ করা হয়েছে। প্রবন্ধ থেকে প্রমাণিত হয়েছে, ইসলামী ফিকহের সব মাযহাবেই ইসতিসহাবকে আইন প্রণয়নের মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। কেননা এর প্রামাণিকতার পক্ষে কুরআন, সুন্নাহ, সাহাবী ও তাবিঈগণের কর্মসহ বুদ্ধিভিত্তিক প্রমাণ বিদ্যমান। তাছাড়া উসূলে ফিকহে ইসতিসহাব সংশ্লিষ্ট কিছু রীতিও রয়েছে। তবে উসূলবিদগণ ইসতিসহাবকে আইন প্রণয়নের মাধ্যম হিসেবে প্রয়োগের জন্য কিছু শর্ত আরোপ করেছেন।*

**মূলশব্দ** : ইসতিসহাব, উসূলে ফিকহ, ফিকহী রীতি, ইসলামী আইনের উৎস, ফিকহী মাযহাব।

## ভূমিকা

আমাদের উপর মহান আল্লাহর অপার অনুগ্রহ যে, তিনি ইসলামী আইনের বিভিন্ন উৎস নির্ধারণ করেছেন। যার মাধ্যমে ইসলাম একটি গতিশীল, বিশ্বজনীন, নতুন নতুন ঘটনা প্রবাহে এগিয়ে চলা মানুষের জীবনের সকল দিককে অন্তর্ভুক্তকারী ব্যবস্থা হিসেবে প্রমাণিত হয়। বাস্তবিক পক্ষে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ইন্তিকাল ও অহীর ধারা বন্ধ হওয়া সত্ত্বেও ইসলাম যুগের বিবর্তনে আজও একমাত্র পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা হিসেবে নিজেকে প্রমাণ করতে সক্ষম। ইসলামী আইনের উৎস দুইভাগে বিভক্ত:

১. অহীর উৎস, অর্থাৎ কুরআন ও সুন্নাহ, যাকে নস হিসেবে নামকরণ করা হয়।
২. যেসব উৎস সরাসরি অহী নয় অর্থাৎ ইজতিহাদী উৎস। যেমন ইজমা, কিয়াস, ইসতিহসান, মাসালিহ মুরসালাহ, ইসতিসহাব ইত্যাদি।

সংখ্যাগরিষ্ঠ আলিমগণ কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা ও কিয়াস ইসলামী আইনের উৎস হওয়ার ব্যাপারে একমত হয়েছেন। একইভাবে তারা এ বিষয়েও একমত হয়েছেন যে, এ চারটি উৎস ছাড়া ইসলামী আইনের আরও সম্পূরক উৎস রয়েছে। কিন্তু সে উৎসগুলো কী কী তা নির্ধারণের ক্ষেত্রে তারা মতভেদ করেছেন। ইব্ন সুবকী বলেন,

أن علماء الأمة أجمعوا على أن ثم دليلا شرعيا غير ما تقدم (القرآن والسنة والإجماع والقياس) واختلفوا في شخصيته، فقال قوم: هوالاستصحاب، وقوم الاستحسان، وقوم المصالح المرسلة ونحوذلك... الشافعي يستدل بالاستصحاب، ومالك بالمصالح المرسلة وأبوحنيفة بالاستحسان أي اتخذ كل منهم دليلا.

উম্মাতের আলিমগণ একমত হয়েছেন যে, উপরোক্ত দলিলগুলো (কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা ও কিয়াস) ছাড়া শরীআতের আরও দলিল রয়েছে। কিন্তু তা নির্ধারণ করতে গিয়ে তারা মতবিরোধ করেছেন। তাদের কেউ বলেছেন ইসতিসহাব, কেউ ইসতিহসান, আবার কেউ মাসালিহ মুরসালাহ... শাফিয়ী ইসতিসহাবকে, মালিক মাসালিহ মুরসালাহ

ও আবু হানীফা ইসতিহসানকে দলিল হিসেবে গ্রহণ করেছেন। অর্থাৎ তাদের প্রত্যেকেই একেকটি দলিল গ্রহণ করেছেন (Al-Subkī 1999, 4/481-482)।

ইসলামী আইনের সম্পূরক উৎসগুলো সত্তাগতভাবে আইনের কোনো স্বতন্ত্র উৎস নয়, বরং এগুলো আইনের একটি রোডম্যাপ। একজন মুজতাহিদ যখন নস, ইজমা ও কিয়াসের মধ্যে নতুন বিষয়ের কোনো বিধান না পান তখন এর মাধ্যমে বিধান উদ্ভাবন করতে পারেন। এরই ধারাবাহিকতায় ফকীহগণ ইসতিসহাবকে ইসলামী আইনের সম্পূরক উৎস হিসেবে গ্রহণ করেছেন।

## ইসতিসহাবের শাব্দিক অর্থ

আরবী ইসতিসহাব (استصحاب) শব্দটি সাহবুন (صحب) শব্দ থেকে নির্গত। এ দৃষ্টিকোণ থেকে শব্দটি استفعال এর ওযনে ব্যবহৃত হয়। আরবী শব্দতত্ত্বশাস্ত্র অনুযায়ী এ ওযনের বিশেষত্ব হল কোনোকিছু অন্বেষণ করা (Al-Ishbilī 1978, 1/195)। সাহবুন শব্দটি আরবী ভাষায় বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন-

১. নিকটবর্তিতা, সংযোগ। এ কারণে নিকটতম ব্যক্তিকে সাহিব (صاحب) বা সাথী বলা হয়। আল্লাহ বলেন, (إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ) "যখন তিনি তাঁর সাথীকে বলেছিলেন (Al-Qurān, 9:40)।"

২. অবিচ্ছিন্ন বা সার্বক্ষণিক সঙ্গ। এ অর্থেই স্ত্রীকে সাহিবাহ (صاحبة) বলা হয়। কারণ স্ত্রী স্বামীকে দীর্ঘ সঙ্গ প্রদান করে। আল্লাহর বাণী, (وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيه) "তার সঙ্গিনী (স্ত্রী) ও ভাই (Al-Qurān, 70:12)।"

৩. রক্ষা করা। যেমন আল্লাহর বাণী, (وَلَا هُمْ مِنَّا يُصْحَبُونَ) "তারা আমাদের থেকে রক্ষা পাবে না।" (Al-Quran, 21:43)

৪. আনুগত্য ও বশ্যতা। যখন উট তার মালিকের বশ্যতা স্বীকার করে তখন বলা হয়, أصحبت الناقة (উট বশ্যতা স্বীকার করেছে) (Ibn Manzūr ND, 519)।

৫. শক্তিশালী হওয়া। এ কারণে কারও পুত্র প্রাপ্তবয়স্ক হলে বলা হয়, أصحب الرجل (ব্যক্তিটি শক্তিবান হয়েছে) (Ibn Fāris 1970, 335)।

অতএব ইসতিসহাব শব্দটির আভিধানিক অর্থ কোনো কিছু বা অবস্থা অথবা কাউকে সহচররূপে গ্রহণ করা, সঙ্গে নেওয়া বা সঙ্গ কামনা করা (Rahman 2009, 85)। এ থেকেই মূলত استصحاب الحال বা 'বর্তমানকে আঁকড়ে রাখা' পরিভাষাটি ব্যবহৃত হয় (Al-Fayyūmī ND, 333)।

## পারিভাষিক অর্থ

ইসলামী আইনের নীতিমালা শাস্ত্রবিদগণ ইসতিসহাবের বিভিন্ন পারিভাষিক সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। এ প্রসঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ ও প্রসিদ্ধ কয়েকটি সংজ্ঞা উল্লেখ করা হল:

১. ইব্ন হাযম বলেন,

الاستصحاب هو: بقاء حكم الأصل الثابت بالنصوص، حتى يقوم الدليل منها على التغيير.



নসের ভিত্তিতে সাব্যস্ত মূল বিধান স্থায়ী রাখা, যতক্ষণ না উক্ত বিধান পরিবর্তন হওয়ার নসভিত্তিক কোনো প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হয় (Ibn Ḥazm 1404H, 5/3)।

২. ইব্ন কুদামাহ বলেন,

التمسك بدليل عقلي أو شرعي، لم يظهر عنه ناقل.

শরয়ী বা বুদ্ধিভিত্তিক দলিলের বিধানকে ধরে রাখা, যে দলিলের বিধান পরিবর্তনকারী অন্যকোনো দলিল প্রকাশিত হয়নি (Ibn Qudāmah 1989, 3/142)।

৩. ইমাম কারাফী বলেন,

هو اعتقاد كون الشيء في الماضي أو الحاضر يوجب ظن ثبوته في الحال والاستقبال

অতীত বা বর্তমানের কোনোকিছুর অস্তিত্ব সম্পর্কে এমন বিশ্বাস, যা বর্তমান ও ভবিষ্যতে সাব্যস্ত হওয়ার ধারণাকে আবশ্যক করে (Al-Qarāfī 1997, 351)।

৪. ইমাম শাওকানী বলেন,

الاستصحاب هو بقاء الأمر ما لم يوجد ما يغيره

যে বিধান পরিবর্তন করার মত কিছু পাওয়া যায়নি তাকে স্থায়ী রাখা (Al-Shawkānī 1999, 2/174)।

৫. ইব্ন কাইয়্যিম জাওযিয়াহ বলেন,

استدامة إثبات ما كان ثابتاً أو نفي ما كان منفياً.

পূর্বে যা প্রতিষ্ঠিত ছিল তা প্রতিষ্ঠা রাখা ও যা অননুমোদিত ছিল তার প্রত্যাখ্যান স্থায়ীকরণই ইসতিসহাব (Ibn Qayyim 1973, 1/339)।

৬. আব্দুল ওয়াহাব খাল্লাফ বলেন,

استبقاء الحكم الذي ثبت بدليل في الماضي قائما في الحال حتى يوجد دليل يغيره.

পূর্বে দলিলের ভিত্তিতে যে বিধান সাব্যস্ত হয়েছে এবং বর্তমানে প্রতিষ্ঠিত রয়েছে তাকে স্থায়ী রাখা, যতক্ষণ না উক্ত বিধান পরিবর্তন হওয়ার দলিল পাওয়া যাবে (Al-Khallāf 1993, 151)।

৭. আলাউদ্দীন আল-বুখারী বলেন,

كان ثابتاً في الزمان الأول الحكم بثبوت أمرٍ في الزمان الثاني بناء على أنه.

পূর্বে কোনো বিধান সাব্যস্ত থাকার ভিত্তিতে পরবর্তী সময়ের জন্য উক্ত বিধান প্রতিষ্ঠিত করা (Al-Bukhārī 1974, 3/377)।

উপরিউক্ত সংজ্ঞাগুলো পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাই, এগুলোর বাক্যমালা ও ভাষার মধ্যে ভিন্নতা থাকা সত্ত্বেও বিভিন্ন কারণে পারিভাষিক সংজ্ঞা হিসেবে এগুলো সীমাবদ্ধ ও অপূর্ণ। যেমন-

১. তাদের কেউ কেউ (যেমন আলাউদ্দীন বুখারী) ইসতিসহাবকৃত বিধানকে শুধু ইতিবাচক বিষয়ের মধ্যে সীমিত করেছেন। প্রকৃতপক্ষে এটি যেমন প্রতিষ্ঠিত ইতিবাচক বিধান হয়, তেমনি অননুমোদিত নেতিবাচক বিধানও হয় (Ibn Qayyim 1973, 1/339)।

২. কোনো কোনো উসূলবিদ (যেমন ইব্ন হাযম) শর্ত করেছেন পূর্বের দলিল কুরআন-সুন্নাহর নসভিত্তিক হতে হবে। কিন্তু বাকি অনেক উসূলবিদ শরয়ী দলিলের সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধিভিত্তিক দলিলকেও এর অন্তর্ভুক্ত করেছেন (Ibn Qudāmah 1989, 3/142)।

৩. কোনো কোনো উসূলবিদ (যেমন কারাফী, বুখারী, ইব্ন কাইয়্যিম প্রমুখ) ইসতিসহাবের সংজ্ঞা প্রদান করতে গিয়ে এর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শর্ত 'পূর্বের বিধান পরিবর্তনকারী দলিল না পাওয়া' উল্লেখ করা থেকে বিরত থেকেছেন। আবার তাদের অনেকে (যেমন ইব্ন হাযিম, খাল্লাফ) উল্লেখ করেছেন।

অতএব উক্ত পর্যালোচনার নিরিখে বলা যায়, ইতঃপূর্বে ইসতিসহাবের কোনো পূর্ণাঙ্গ সংজ্ঞা প্রদত্ত হয়নি। এতদসত্ত্বেও উসূল ফিক্হ বিশেষজ্ঞ অনেকে উল্লেখিত কোনো কোনো সংজ্ঞাকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। উদাহরণস্বরূপ ইমাম আবু যাহরাহ ইমাম শাওকানী ও ইব্ন কাইয়্যিম জাওযিয়া প্রদত্ত সংজ্ঞা দুটিকে পরিপূর্ণ ও সামগ্রিক বিষয় অন্তর্ভুক্তকারী হিসেবে উল্লেখ করেছেন (Abū Jahrah ND, 295)। উসূলবিদগণ প্রদত্ত ইসতিসহাবের সংজ্ঞা আলোচনান্তে আমরা বলতে পারি, *"অতীতে প্রতিষ্ঠিত থাকার প্রেক্ষিতে বর্তমানে প্রচলিত কোনো বিধান ততক্ষণ পর্যন্ত স্থায়ী করা, যতক্ষণ উক্ত বিধান পরিবর্তন করার মত কোনো দলিল না পাওয়া যায়। তাই উক্ত বিধান কোনোকিছু সাব্যস্তকারী হোক বা দূরীভূতকারী হোক।"* অর্থাৎ পরিবর্তিত পরিস্থিতির বিধান নির্ণয়ের জন্য অতীতে প্রতিষ্ঠিত বিধানের সাথে বর্তমানে প্রচলিত বিধানের সংযোগ স্থাপন করা।

### ব্যাখ্যা

ইসলামী আইন গবেষক যখন কোনো বিষয়ের সাধারণ অবস্থা পরিবর্তন হয়ে যাওয়ার পরও তার বিধান পরিবর্তন হওয়ার মত নতুন কোনো দলিল না পান তখন তিনি ইসতিসহাবের পদ্ধতি গ্রহণ করেন। এই পদ্ধতি গ্রহণ করার অর্থ পূর্বের বিধানের কার্যকারিতা স্থায়ী রাখা। কেননা এই কার্যকারিতা ইতঃপূর্বে শরয়ী বা বুদ্ধিভিত্তিক দলিলের মাধ্যমে সাব্যস্ত হয়েছে। বিধায় পরিস্থিতি পরিবর্তিত হলেও ওই বিধানের পরিবর্তন ঘটার মত নতুন কোনো দলিল না পাওয়া পর্যন্ত তা পরিবর্তিত হবে না। পূর্বের প্রতিষ্ঠিত বিধান কোনোকিছুকে সাব্যস্তকারীও হতে পারে আবার কোনোকিছুকে বিদূরণকারীও হতে পারে। যদি পূর্বের বিধানটি কারও কোনো অধিকার সাব্যস্ত করে থাকে তবে তা ততক্ষণ সাব্যস্ত থাকবে যতক্ষণ না উক্ত অধিকার প্রত্যাখ্যাত হওয়ার মত কোনো প্রমাণ পাওয়া যাবে। যেমন যদি কেউ ক্রয়, দান, উত্তরাধিকার, অসীয়াত ইত্যাদি সূত্রে কোনো সম্পদের মালিক হয় তবে এই মালিকানা অন্যের প্রতি স্থানান্তরের প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত তা তারই সম্পদ হিসেবে বিবেচ্য হবে। আবার এ বিধান নেতিবাচকও হতে পারে। যদি কোনো বিষয় কারও অধিকারভুক্ত না হওয়াটা স্বাভাবিক ও স্বীকৃত হয়, তবে প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত সেটি তার অধিকারমুক্ত হিসেবেই গণ্য হবে। যেমন যদি কেউ দাবি করে, আমি অমুক মেয়ের সঙ্গে বিবাহ



করেছি কিন্তু মেয়েটি তা অস্বীকার করে। তবে প্রমাণ উপস্থাপন করে বিবাহ সম্পন্ন হওয়ার দাবি সাব্যস্ত না করা পর্যন্ত পুরুষের দাবি প্রত্যাখাত হবে। কেননা সাধারণভাবে মেয়েটি অবিবাহিত হওয়াটাই যুক্তিসঙ্গত।

### ইসতিসহাবের শর্ত

উসূলবিদগণ ইসতিসহাব প্রয়োগের জন্য পূর্ব নির্ধারিত কিছু শর্ত আরোপ করেছেন। সেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল:

**১ম শর্ত:** ইসলামী আইন গবেষক বা মুজতাহিদ পরিবর্তিত অবস্থার প্রেক্ষিতে বিধান পরিবর্তনকারী দলিল অন্বেষণে ব্রত হবেন এবং সেজন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করবেন। যাতে পরিবর্তিত পরিস্থিতির বিধান সম্বলিত কোনো দলিল পাওয়ার সম্ভাবনা না থাকে (Al-Sarakhsī 1993, 2/225)।

**২য় শর্ত:** উক্ত অনুসন্ধানের পর আইন গবেষকের প্রবল ধারণায় স্পষ্ট হতে হবে যে, পূর্বের বিধান পরিবর্তন করার মত কোনো দলিল এক্ষেত্রে বর্তমান নেই (Al-Ghazālī 1997, 1/379)।

**৩য় শর্ত:** যে বিধানকে স্থায়ী করা হবে সে বিধান যেন ইতঃপূর্বে সন্দেহাতীতভাবে ও বাস্তবে স্বীকৃত থাকে যাতে তা পরবর্তী সময়ে প্রয়োগের উপযুক্ত হিসেবে বিবেচিত হয় (Ibn Qudāmah 1989, 1/392)।

**৪র্থ শর্ত:** অসামঞ্জস্য ক্ষেত্রে ইসতিসহাব প্রয়োগের ব্যাপারে আইন গবেষককে সর্বদা সতর্ক থাকতে হবে (Al-Jizanī 1996, 2018)।

**৫ম শর্ত:** ইসতিসহাব শরয়ী কোনো দলিল বা শরীআতের অকাট্য কোনো বিধানের সঙ্গে সাংঘর্ষিক হতে পারবে না। অর্থাৎ কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা, কিয়াসের দলিল বর্তমান থাকা অবস্থায় ইসতিসহাবের মাধ্যমে বিপরীত প্রমাণ প্রতিষ্ঠা করা যাবে না। কেননা এগুলো ইসতিসহাবের উপর প্রাধান্যপ্রাপ্ত (Al-Zuhaylī 1986, 2/860)।

### ইসতিসহাবের প্রামাণিকতা

ইসতিসহাবকে চার ইমাম, তাঁদের অনুসারী সকলেই প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ করেছেন দাবি করে ইমাম আবু যাহরাহ বলেন,

> هذا أصل فقهي، قد أجمع الأئمة الأربعة ومن تبعهم على الأخذ به، ولكنهم اختلفوا في مقدار الأخذ، فأقلهم أخذا به الحنفية، وأكثرهم أخذا به الحنابلة ثم الشافعية، وبين الفريقن المالكية.
>
> এটি এমন এক ফিকহী মূলনীতি যা গ্রহণযোগ্য হওয়ার ব্যাপারে চার ইমাম ও তাঁদের অনুসারীরা একমত হয়েছেন। কিন্তু দলিল হিসেবে এটি কতটুকু গ্রহণযোগ্য সেই পরিমাণ নিয়ে তারা মতভেদ করেছেন। তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে কম গ্রহণ করেছেন হানাফীগণ, সবচেয়ে বেশি গ্রহণ করেছেন হাম্বালী, অতঃপর শাফিয়ীগণ। আর এ দু-দলের মাঝামাঝি রয়েছেন মালিকীগণ (Abū Jahrah 1994, 289)।

ইব্ন কাইয়্যিম উল্লেখ করেছেন, ইসতিসহাবের যে বিধান সাব্যস্ত হওয়ার পিছনে বুদ্ধিভিত্তিক বা শরয়ী দলিল বর্তমান রয়েছে সেবিধান পালন আবশ্যক হওয়ার ব্যাপারে কোনো মতভেদ নেই। একইভাবে যে গুণাগুণের প্রেক্ষিতে শরয়ী বিধান জারি করা হয়েছে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে অনুরূপ গুণাগুণ পাওয়া গেলে এবং পূর্বের বিধান পরিবর্তনকারী বিপরীত কোনো বিধান সাব্যস্ত না হওয়া পর্যন্ত ইসতিসহাব অনুযায়ী বিধান প্রণয়ন করার ব্যাপারেও কোনো মতভেদ নেই (Ibn Qayyim 1973, 343)।

আল-মাহাল্লীর মতানুযায়ী, প্রত্যাখ্যাত বিষয় যা সাধারণ বিবেচনাও প্রত্যাখ্যান করে[১] এবং শরীআতও বিষয়টি সাব্যস্ত করেনি এমন ক্ষেত্রে ইসতিসহাবকে গ্রহণ করার ব্যাপারে কোনো মতভেদ নেই। বরং মতভেদ ঐসব ইসতিসহাবের ক্ষেত্রে, যাকে শরীআত বিশেষ কোনো কারণের প্রেক্ষিতে প্রতিষ্ঠিত করেছে। যেমন ক্রয়ের কারণে মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হওয়া (Al-Bukhārī 1974, 3/377)।

মতবিরোধপূর্ণ স্থানে ইজমার বিধানকে ইসতিসহাব করার বিষয়ে উসূলবিদগণের মধ্যে মতপার্থক্য বিদ্যমান। একদল যাদের মধ্যে রয়েছেন, মাযনী, সাইরাফী, ইব্ন শাকলা, ইব্ন হামীদ প্রমুখ তারা এক্ষেত্রে ইসতিসহাবকে প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ করার পক্ষে মত দিয়েছেন। শাফিয়ী মাযহাব, ইমাম মালিক ও আহমদ রহ. -এর প্রধান মতও এটি। অন্য দল যাদের মধ্যে রয়েছেন গাযালী, আবু তাইয়্যেব তাবারী, কাযী আবু ইয়ালা, ইব্ন আকীল ও অন্যান্য তাদের মতে এটি প্রমাণ নয় (Al Baghā 1993, 190)।

উসূলবিদগণের বক্তব্য ও মতামতের ভিত্তিতে ইসতিসহাবের প্রামাণিকতা ও এ ব্যাপারে মতপার্থক্য জানার পূর্বে তিনটি বিশেষ দিক লক্ষণীয়:

১. অতীতের কোনো অবস্থার প্রেক্ষিতে দলিলের ভিত্তিতে সাব্যস্ত বিধান বর্তমান রয়েছে। কিন্তু অতীতের উক্ত অবস্থায় পরিবর্তন ঘটে যাওয়ায় উক্ত পরিবর্তিত অবস্থার বিধান হিসেবে পূর্বের বিধানকে চলমান রাখার ব্যাপারে পূর্বের বা অন্যকোনো দলিলে কোনো নির্দেশনা নেই আবার আইন গবেষক ব্যাপক অনুসন্ধানের পরেও পূর্বের বিধান পরিবর্তন করে নতুন বিধান প্রতিস্থাপন করতে পারে এমন দলিলও খুঁজে পান না। অতএব, পরিবর্তিত এ পরিস্থিতিতে কি পূর্বের বিধানকেই বর্তমান ও ভবিষ্যতের জন্য প্রয়োগ করা হবে এই যুক্তিতে যে, পূর্বে যা যে অবস্থায় ছিল সেভাবে চলমান রাখাই নীতি, যতক্ষণ না বিধান পরিবর্তনকারী কোনো দলিল পাওয়া যাবে? নাকি ইসতিসহাবের প্রামাণিকতা নেই এ যুক্তি দেখিয়ে একে পরিত্যাগ করতে হবে? (Al-Khallāf 1993, 151)

২. যদি শরীআত প্রণেতা বিশেষ কোনো গুণাগুণ বা অবস্থার ভিত্তিতে শরীআতের বিধান প্রণয়ন করেন চাই উক্ত গুণাগুণ বা অবস্থা মৌলিক অথবা আকস্মিক যাই হোক এবং যদি উক্ত গুণাগুণ বা অবস্থা অতীতের বিধানের যোগসূত্র হিসেবে

১. যেমন মানুষ অবিবাহিত অবস্থায় জন্মগ্রহণ করে বিধায় সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী সে অবিবাহিত। অতএব কেউ নিজেকে বিবাহিত দাবি করলে প্রমাণ উপস্থাপন করতে হবে। নতুবা আদালত তাকে অবিবাহিতই গণ্য করবে। কেননা সাধারণ নিয়ম তার বিবাহিত হওয়াকে প্রত্যাখ্যান করে।



সাব্যস্ত হয়ে থাকে বিপরীত পক্ষে, ব্যাপক অনুসন্ধানের পরেও উক্ত বিধান চলমান রাখা বা পরিবর্তন করার পক্ষে কোনো দলিল না পাওয়া যায় তবে উক্ত বিধান পরিবর্তনকারী দলিল না পাওয়া পর্যন্ত উল্লেখিত গুণাগুণ বা অবস্থাকে বিধানের যোগসূত্র হিসেবে স্থায়িত্বের রূপ দেয়ার জন্য ইসতিসহাব করা যাবে কি?

৩. যদি আইন প্রণেতা বিশেষ কোনো কারণের ভিত্তিতে শরীআতের বিধান প্রণয়ন করেন চাই উক্ত কারণ মুকাল্লাফের (যার জন্য শরীআত প্রযোজ্য) কর্ম হোক (যেমন বিবাহের আকদ স্ত্রীকে উপভোগ বৈধ হওয়ার কারণ) অথবা মুকাল্লাফের কর্মবহির্ভূত অন্যকিছু হোক (যেমন ওয়াক্ত হওয়া নামায ফরজ হওয়ার কারণ)। অতএব যদি উক্ত কারণ অতীতের বিধানের যোগসূত্র হিসেবে সাব্যস্ত হয় এবং ব্যাপক অনুসন্ধানের পরেও উক্ত বিধান চলমান রাখা বা বাদ দেয়ার পক্ষে কোনো দলিল না পাওয়া যায় তবে উক্ত বিধান পরিবর্তনকারী দলিল না পাওয়া পর্যন্ত উল্লেখিত কারণকে বিধানের যোগসূত্র হিসেবে স্থায়িত্বের রূপ দেয়া যাবে কি?

ইসতিসহাবের প্রামাণিকতা সংশ্লিষ্ট এ তিনটি প্রশ্নের উত্তর প্রদান করতে গিয়ে উসূলশাস্ত্রে পারদর্শীগণ তিনটি মতামত ব্যক্ত করেছেন (Al-Bukhārī 1974, 3/377; Al Baghā 1993, 189; Ibn Qayyim 1973, 1/341; Al-Khallāf 1993, 152)।

১. ইমাম মালিক, শাফিয়ী ও আহমদের অধিকাংশ অনুসারীর মতে সামগ্রিকভাবে ইসতিসহাবের প্রামাণিকতা স্বীকৃত। এ জন্য কারও থেকে কোনোকিছু দূরীকরণ ও তার জন্য নতুন কিছু সাব্যস্তকরণ উভয় ক্ষেত্রেই এর প্রয়োগ শুদ্ধ। যেমন নিখোঁজ ব্যক্তি নিখোঁজ হওয়ার পূর্বে যেহেতু বেঁচে ছিলেন সেহেতু বেঁচে থাকাটাই তার মৌলিক অবস্থা। অতএব তার সম্পদ উত্তরাধিকারীদের মধ্যে বণ্টন না করে বরং সংরক্ষণ করা হবে আবার একইভাবে উক্ত ব্যক্তির নিকটতম কেউ মারা গেলে এবং সে যদি মৃতের মীরাসে অংশীদার হয় তবে তার অংশ সংরক্ষণ করতে হবে। জাহিরী ও শিআ আইন বিশেষজ্ঞগণও এ মত গ্রহণ করেছেন।

২. সাধারণভাবে ইসতিসহাবের প্রামাণিকতা নেই। এ মত কিছু হানাফী যেমন দাব্বুস, কিছু শাফিয়ী, মুতাযিলা সম্প্রদায়ভুক্ত আবুল হুসাইন বসরী ও অধিকাংশ মুতাকাল্লিমের। অতএব তাদের মত অনুযায়ী একটি নির্দিষ্ট সময়ের পর নিখোঁজ ব্যক্তিকে মৃত বিবেচনা করে তার সম্পদ ওয়ারিশদের মধ্যে বণ্টন করা হবে এবং সে কারও মিরাসে অংশ পাবে না।

৩. ইসতিসহাব কোনো দাবি বিতাড়নের ক্ষেত্রে প্রমাণ কিন্তু নতুন কিছু সাব্যস্তকরণের ক্ষেত্রে প্রমাণ নয়। হানাফী মাযহাবের মুতাআখখির আলিমগণ এ মত পোষণ করেন। অতএব তাদের মতে ইসতিসহাব পূর্বের সাব্যস্ত বিষয়ে কোনো পরিবর্তন দাবিকে তাড়িয়ে দেয়ার জন্য প্রমাণস্বরূপ। কিন্তু সাব্যস্ত নয় এমন কোনো নতুন বিষয় সাব্যস্ত করার ক্ষেত্রে প্রমাণ হতে পারে

না। যেমন নিখোঁজ ব্যক্তির সম্পদে তার মালিকানা পূর্ব থেকে সাব্যস্ত। তাকে মৃত ঘোষণা করে তার সম্পদ বণ্টনের দাবি তাই পরিত্যাজ্য হবে। আবার নিকট আত্মীয়ের মৃত্যুজনিত কারণে তার মালিকানায় ওয়ারিসী সম্পত্তি অন্তর্ভুক্ত করার ক্ষেত্রে ইসতিসহাব প্রমাণ হবে না বিধায় সে উক্ত সম্পদ পাবে না।

**মতামত ৩টির বিস্তারিত বর্ণনা**

নিম্নে দলিল-প্রমাণসহ উক্ত ৩টি মতামতের বিস্তারিত আলোচনা উপস্থাপিত হল:

**প্রথম মত ও তার দলিল**

হানাফী মাযহাবের একদল বিশেষত সমরকান্দীগণ, কতিপয় মালিকী, শাফিয়ী মাযহাবের সংখ্যাগরিষ্ঠ উসূলবিদ, হাম্বালীগণ, জাহিরী, শিআ ইমামিয়্যাহগণের মত অনুযায়ী সাধারণভাবেই ইসতিসহাবের প্রামাণিকতা ও সে অনুযায়ী আমলের বৈধতা স্বীকৃত। এর পক্ষে তারা বিভিন্ন প্রমাণ পেশ করেন।

**প্রথমত: কুরআন থেকে প্রমাণ**

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ﴾

আর আল্লাহ্ কোনো জাতিকে হেদায়েত করার পর পথভ্রষ্ট করেন না যতক্ষণ না তাদের জন্য পরিষ্কারভাবে বলে দেন সেসব বিষয় যা থেকে তাদের বেঁচে থাকা দরকার (Al-Qurān, 9:115)।

রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন তাঁর চাচা আবু তালিব ও অন্যান্য সাহাবী তাদের মৃত আত্মীয় স্বজনের মাগফিরাত কামনা করে দুআ করলেন তখন আল্লাহ অবতীর্ণ করেন,

﴿مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ﴾

নবী ও মুমিনগণের উচিত নয় মুশরিকদের মাগফিরাত কামনা করা, যদিও তারা আত্মীয় হোক একথা স্পষ্ট হওয়ার পর যে তারা জাহান্নামী (Al-Qurān, 9:113)।

এতে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবীগণ লজ্জিত ও অনুতপ্ত হলেন। তখন এ আয়াতের মাধ্যমে মহান আল্লাহ জানিয়ে দিলেন মুশরিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা হারাম হওয়ার পূর্বে কৃত দুআ মৌলিকভাবে দোষমুক্ত ছিল। কেননা তখন নিষেধাজ্ঞা দেয়া হয়নি। অতএব বিধান পরিবর্তনকারী দলিল না পাওয়া পর্যন্ত মৌলিক বিধানকে ইসতিসহাব করা শুদ্ধ। একইভাবে পবিত্র কুরআনের সূরা আল-বাকারায় বর্ণিত,

﴿فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ﴾

অতঃপর যার কাছে তার পালনকর্তার পক্ষ থেকে উপদেশ এসেছে এবং সে বিরত হয়েছে, পূর্বে যা হয়ে গেছে, তা তার। আর তার বিষয় আল্লাহর উপর (Al-Qurān, 2:175)।

এ আয়াতও একই প্রমাণ বহন করে।



**দ্বিতীয়ত: হাদীস থেকে প্রমাণ**

আবু সাঈদ খুদরী রা. থেকে বর্ণিত হাদীস। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ، فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ثَلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا، فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ، ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ، فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا شَفَعْنَ لَهُ صَلَاتَهُ، وَإِنْ كَانَ صَلَّى إِتْمَامًا لِأَرْبَعٍ كَانَتَا تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ.

যদি তোমাদের কেউ নামাযের মধ্যে সন্দীহান হয়ে যায় যে, সে কত রাকাআত পড়েছে ৩ না কি ৪ সে যেন তার সন্দেহ ত্যাগ করে এবং দৃঢ়বিশ্বাস তথা ইয়াকীন অনুযায়ী কাজ করে। অতঃপর সালাম ফিরানোর আগে দুটি সিজদা আদায় করে। সে যদি ৫ রাকাআত আদায় করে থাকে তবে তা তার জন্য সুপারিশ করবে আর যদি পূর্ণ ৪ রাকাআত আদায় করে তবে তা শয়তানের জন্য লজ্জাজনক (Muslim ND, 1300)।

এ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয়, যদি কেউ নামাযরত অবস্থায় ৩ রাকাআত পড়েছে নাকি ৪ রাকাআত পড়েছে এ সন্দেহে পতিত হয় তখন তার উচিত হবে– নিশ্চিত বিশ্বাস বা ইয়াকীন প্রয়োগ করা। আর তা হল সর্বনিম্ন সংখ্যা। এ ক্ষেত্রে ৩ রাকাআত পূর্ণ হওয়ার ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। বরং সন্দেহ ৪র্থ রাকাআত নিয়ে। অতএব সে ৩ রাকাআত পরিপূর্ণ হয়েছে– এ দৃঢ়বিশ্বাস নিয়ে ৪র্থ রাকাআত পূর্ণ করবে এবং সালাম ফিরানোর পূর্বে সিজদা সাহু আদায় করবে। সুতরাং হাদীসটি ইয়াকীন অনুযায়ী কাজ করার আবশ্যকতা ঘোষণা করছে। অর্থাৎ সালাতকে তার মৌলিক অবস্থার উপর ছেড়ে দেয়া হয়েছে। আর এটাই ইসতিসহাব।

একইভাবে নামাযরত অবস্থায় পায়ুপথ থেকে বায়ু নির্গত হওয়ার সন্দেহের উদ্রেক হলে করণীয় সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন,

لاَ يَنْفَتِلْ - أَوْ لاَ يَنْصَرِفْ - حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا .

শব্দ শোনা বা গন্ধ পাওয়া ছাড়া নামায পরিত্যাগ করো না (Al-Bukhārī 1422H, 137)।

এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয়, উক্ত নামাযী ব্যক্তির মৌলিকত্ব ছিল সে পবিত্র। তার মধ্যে উদ্রেক হওয়া সন্দেহ সত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে নতুন করে ওযূ করার নির্দেশ দেননি। আর এটিই মূলত ইসতিসহাবের দাবি।

**তৃতীয়ত: সাহাবী ও তাবিঈগণের কর্মকাণ্ড**

১. উমর রা. বলেন,

إِذَا شَكَّ الرَّجُلاَنِ فِي الْفَجْرِ فَلْيَأْكُلاَ حَتَّى يَسْتَيْقِنَا.

যখন কোনো রোযাদার ব্যক্তি সুবহে সাদিক হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহে পতিত হয় সে যেন নিশ্চিত হওয়া পর্যন্ত আহার করে (Ibn Abī Shaybah 1409H, 9066)।

এক্ষেত্রে উমর রা. অবস্থার মৌলিকত্ব তথা রাত বাকি থাকাকে ইসতিসহাব করেছেন।

২. আলী রা. বলেন,

إِذَا فَقَدَتْ زَوْجَهَا، لَمْ تُزَوَّجْ حَتَّى يَصِلَ أَنْ يَمُوتَ .

কোনো মহিলার স্বামী নিখোঁজ হলে সে ফিরে আসা বা মৃত্যুর সংবাদ পাওয়া পর্যন্ত বিবাহ না করে অপেক্ষা করবে (Ibid., 16709)।

এ প্রসঙ্গে আলী রা. নিখোঁজ ব্যক্তির মৌলিকত্ব তথা বেঁচে থাকাকে গ্রহণ করেছেন। ফলে জীবিত ব্যক্তির স্ত্রী তালাক না হওয়া পর্যন্ত অন্য স্বামী গ্রহণ করতে পারবে না বিধায় এ ফাতওয়া প্রদান করেছেন।

৩. আলী রা. আরও বলেন,

إِذَا طُفْتَ بِالْبَيْتِ فَلَمْ تَدْرِ أَتَمَمْتَ أَمْ لَمْ تُتِمِمْ؟ فَأَتِمَّ مَا شَكَكْتَ، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُعَذِّبُ عَلَى الزِّيَادَةِ.

বায়তুল্লাহ তওয়াফ করতে গিয়ে যদি তুমি (চক্করের সংখ্যা নিয়ে সন্দেহে পড় এবং) বুঝতে না পার যে, তওয়াফ শেষ হয়েছে কিনা তবে সন্দেহপূর্ণ চক্করগুলোও পূর্ণ কর। কেননা মহান আল্লাহ অতিরিক্ত চক্করগুলোর জন্য শাস্তি দিবেন না (Ibid., 13357)।

এ ক্ষেত্রেও আলী রা. মৌলিকত্ব অর্থাৎ যে সংখ্যার ব্যাপারে দৃঢ় বিশ্বাস রয়েছে তথা কম সংখ্যাকে গ্রহণ করার নির্দেশ দিয়েছেন।

### চতুর্থত: বুদ্ধিভিত্তিক প্রমাণ

১. কোনোকিছু পরিবর্তন হয়ে যাওয়ার চেয়ে তা পূর্ব অবস্থায় যথাযথ রয়েছে এ ধারণা প্রবল। কেননা কোনোকিছু স্থায়ী থাকা দুটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে: ভবিষ্যতের উপযোগী হওয়া এবং বিষয়টি অস্তিত্বশীল হলে তার অস্তিত্ব বিদ্যমান থাকা আর অস্তিত্বহীন হলে সে অবস্থাতেই বিদ্যমান থাকা। পক্ষান্তরে কোনোকিছু পরিবর্তন হয়ে যাওয়ার ধারণাটি তিনটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে: ভবিষ্যতের উপযোগী হওয়া, বিষয়টি অস্তিত্বশীল হলে পরিবর্তিত হয়ে অস্তিত্বহীন হওয়া আর অস্তিত্বহীন হলে পরিবর্তন হয়ে অস্তিত্বশীল হওয়া এবং উক্ত অস্তিত্ব বা অনস্তিত্বের সঙ্গে সময়ের তুলনা করা। অতএব যা তিনটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে তার চেয়ে যা দুটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে সেটিই অগ্রগণ্য।

২. প্রথম অবস্থার বিধানটি স্থায়ী থাকা প্রণিধানপ্রাপ্ত। ইজমা অনুযায়ী ব্যবহারিক ক্ষেত্রে প্রণিধানপ্রাপ্ত বিষয়ের উপর আমল করা ওয়াজিব।

৩. অধিকাংশ মুজতাহিদ, বিচারক ইসতিসহাবের ভিত্তিতে বিধান নির্গমন করেছেন।

### দ্বিতীয় মত ও তার দলিল

হানাফী মাযহাবের অধিকাংশ মুতাকাদ্দিম, কতিপয় শাফিয়ী, মুতাকাল্লিম ও মুতাযিলাগণ সাধারণভাবেই ইসতিসহাবের প্রামাণিকতা অস্বীকার করেছেন। যারা এ মত পোষণকারী হিসেবে পরিচিত হয়েছেন তাদের মধ্যে রয়েছেন: হানাফী মাযহাবের কামালুদ্দীন মুহাম্মদ ইব্ন হুমাম (Ibn Humām 1351H, 3/178), শাফিয়ী মাযহাবের ইব্ন সামআনী (Al-Samānī 1999, 2/38), মুতাকাল্লিমদের মধ্যকার আবুল হুসাইন বসরী (Al- Basrī 1965, 2/884) প্রমুখ। তারা তাদের মতের পক্ষে বিভিন্ন যুক্তি প্রমাণ উপস্থাপন করেন। যেমন-



১. পবিত্র কুরআনে ধারণার অনুসরণ ও এর বশবর্তী হয়ে কোনো কাজ করা থেকে নিষেধ করা হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ﴾

হে ঈমানদারগণ! তোমরা বেশি বেশি ধারণা করা থেকে বেঁচে থাক। নিশ্চয় কিছু ধারণা গোনাহ (Al-Qurān, 49:12)।

﴿وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا﴾

বস্তুত এ বিষয়ে তাদের কোনো জ্ঞান নেই। তারা কেবল অনুমানের উপর চলে। অথচ সত্যের ব্যাপারে অনুমান ফলপ্রসূ নয় (Al-Qurān, 53:28)।

﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا﴾

যে বিষয়ে তোমার কোনো জ্ঞান নেই, তার পিছনে পড়ো না। নিশ্চয় কান, চক্ষু ও অন্তকরণ সবকিছুই জিজ্ঞাসিত হবে (Al-Qurān, 17:36)।

এসব আয়াতে মহান আল্লাহ ধারণানির্ভর বিষয়ের অনুসরণ ও তার উপর আমল করা থেকে নিষেধ করেছেন। আর ইসতিসহাবের মূল প্রতিপাদ্য হল ধারণা অনুযায়ী কাজ করা।

২. ইসতিসহাবের কোনো শরয়ী দলিল নেই। কেননা একটি অবস্থার প্রেক্ষিতে সাব্যস্ত হওয়া বিধান পরিবর্তিত অবস্থায়ও প্রয়োগ করতে হবে এ দাবি সাধারণ বুদ্ধি-বিবেচনাও সমর্থন করে না। একইভাবে এ ব্যাপারে কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা, কিয়াসের কোনো প্রমাণও নেই। অতএব ইসতিসহাবের দাবি এক প্রমাণবিহীন দাবি।

৩. নতুন বিষয়ে যেহেতু কিয়াস করা বৈধ সেহেতু এ ক্ষেত্রে ইসতিসহাবের প্রয়োজন হয় না। তাছাড়া কিয়াসের মাধ্যমে বিধান প্রতিপাদনের বিষয়ে মতৈক্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অতএব কিয়াসের বৈধতা না থাকলেই তবে ইসতিসহাবের প্রামাণিকতা প্রতিষ্ঠিত হত।

৪. ইসতিসহাব অনুযায়ী আমল করার ক্ষেত্রে বিভিন্ন মতভেদ ও মতপার্থক্য প্রকাশিত হয়। কেননা বাদী-বিবাদী সকলেই ইসতিসহাবের মাধ্যমে প্রমাণ পেশ করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ ওযুর ব্যাপারে সন্দেহ সৃষ্টি হলে জমহুর ফকীহগণের মতে ঐ ওযুতেই নামায আদায় করা বৈধ। কারণ তারা মৌলিকত্ব তথা তাহারাতের উপর ইসতিসহাব করেন । অর্থাৎ যেহেতু ঐ ব্যক্তি পূর্বে পবিত্রতা অর্জন করেছিলেন সেহেতু সন্দেহের কারণে তার ওযু নষ্ট হয়নি। কিন্তু মালিকীগণের মতে ঐ ওযুতে নামায আদায় করা বৈধ নয়। কেননা তা সন্দেহপূর্ণ আর মৌলিকত্ব হল নিশ্চিত তাহারাত ছাড়া নামায শুরু না করা।

### তৃতীয় মত ও তাদের দলিল

কোনো কোনো উসূলবেত্তা হানাফী মাযহাবের পরবর্তী (মুতাআখ্খির) আলিমগণ বিশেষত কাযী আবু যাইদ দাব্বুস, সদরুশ শরীআহ, সারাখসী, ইব্ন নুজাইম প্রমুখের প্রতি এ মতের সম্পৃক্ততা নির্ণয় করেছেন। আবার কেউ কেউ মালিকী মাযহাবের

কতিপয় আলিমের সঙ্গেও এ মতকে সম্পৃক্ত করেন (Al-Bazdawī 1980, 265)। এ মত অনুযায়ী ইসতিসহাব নতুন কোনো বিষয় সাব্যস্ত করার ক্ষেত্রে প্রমাণ হবে না। তবে সাব্যস্ত বিষয় সংরক্ষণ ও সে ব্যাপারে ভিন্ন দাবি বিতাড়নের ক্ষেত্রে এর প্রামাণিকতা রয়েছে।

তারা তাদের মতের সমর্থনে যুক্তি পেশ করে বলেন, পূর্বের বিধান সাব্যস্তকারী দলিল দ্বারা পরিবর্তিত অবস্থায় উক্ত বিধান চলমান রাখার কোনো প্রমাণ সাব্যস্ত হয় না। বরং উক্ত বিধান বিলুপ্তকারী দলিলের সম্ভাব্যতা থাকা সত্ত্বেও সে সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণে উক্ত বিধান চলমান রাখা হয়। এ অর্থ ব্যাখ্যা করে কাশফুল আসরার গ্রন্থকার বলেন, "পূর্বের বিধান বিলুপ্তকারী প্রমাণ জ্ঞাত না হওয়ার অর্থ উক্ত বিধান অবশিষ্ট রাখার জ্ঞান অর্জন হওয়া নয়। বরং উক্ত বিধান অবশিষ্ট রাখার জ্ঞান তখনই সাব্যস্ত হয় যখন তার বিলুপ্তকারী প্রমাণ অজ্ঞাত থাকে, বিলুপ্তকারী প্রমাণের অবর্তমানতা জ্ঞাত থাকার কারণে নয়। এ কারণে অন্যের ব্যাপারে প্রমাণ হিসেবে ইসতিসহাবের প্রয়োগ শুদ্ধ নয়। তবে আইন গবেষক উক্ত বিধান বিলুপ্তকারী প্রমাণ অনুসন্ধানে নিজ শ্রম-সাধনা ব্যয় করার পরও যদি না পায় তবে নিজের ক্ষেত্রে এটি প্রমাণ হতে পারে (Al-Bukhārī 1974, 3/381)।

এক্ষেত্রে চতুর্থ একটি মতামতও পাওয়া যায়। কতিপয় হানাফী ও মুতাকাল্লিমের মতে, একই বিষয়ে একাধিক মত পাওয়া গেলে উক্ত মতামতগুলোর মধ্যে অগ্রাধিকার প্রদানের ক্ষেত্রে ইসতিসহাবের প্রামাণিকতা বিদ্যমান। কিন্তু সাধারণভাবে এর প্রামাণিকতা নেই। আবু ইসহাক ইমাম শাফিয়ী থেকে এ মত বর্ণনা করে বলেন, এটিই তার থেকে সহীহ বর্ণনা (Al-Shawkānī 1999, 2/175)।

**মতামতগুলোর পর্যালোচনা ও অগ্রাধিকার**

ইসতিসহাবের প্রামাণিকতা সমর্থনকারী ও অস্বীকারকারী উভয় পক্ষ এ মর্মে একমত পোষণ করেছেন যে, বিধি-বিধান পরিবর্তনকারী বা বিলুপ্তকারী কোনো দলিল পাওয়া যাবে না তার মৌলিকত্ব হল স্থায়ী হওয়া। এ প্রসঙ্গে মুতুয়ী বলেন,

> إن ما ثبت في الزمان الأول من وجود أمر أو عدمه ولم يظهر زواله لا قطعا و لا ظنا فإنه يلزم الظن ببقائه.
>
> ইতঃপূর্বে যে বিষয়ের অস্তিত্ব অথবা অবর্তমানতা সাব্যস্ত হয়েছে এবং তা অপনোদন করার মত কোনো অকাট্য বা ধারণাপ্রসূত দলিল প্রকাশিত হয়নি তা কার্যকর থাকার ধারণাই প্রবল হয় (Al-Mutī'ī ND, 4/367)।

এতদসত্ত্বেও উসূলবিদগণের মধ্যে ইসতিসহাবের প্রামাণিকতা সম্পর্কে বেশ কিছু প্রশ্নে মতপার্থক্য বিদ্যমান। তার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল, পূর্বের বিধান স্থায়ী ও অবশিষ্ট থাকার কার্যকারণ স্বয়ং বিধান নাকি যে দলিলের ভিত্তিতে পূর্বের বিধান সাব্যস্ত হয়েছে উক্ত দলিল? অর্থাৎ পূর্বে সাব্যস্ত হওয়া বিধানের অস্তিত্ব উক্ত বিধান স্থায়ী হওয়ার কার্যকারণ কিনা? এ প্রশ্নের উত্তরে 'পূর্ব অস্তিত্বই বিধান স্থায়ী হওয়ার



কার্যকারণ' অথবা 'পূর্ব অস্তিত্ব বিধান স্থায়ী হওয়ার কার্যকারণ নয়' এ দুয়ের যে কোনো একটি হবে। তৃতীয় কোনো উত্তর হওয়ার সম্ভাবনা নেই।

আমীর বাদশাহ ও ইসতিসহাবের প্রামাণিকতা অস্বীকারকারী অন্যান্য উসূলবিদ দাবি করেন, পূর্বের সাব্যস্ত হওয়া বিধানের অস্তিত্ব তা স্থায়ী হওয়ার কার্যকারণ হওয়ায় তার উপর ইসতিসহাবের প্রামাণিকতা নির্ভর করে (Al-Husaynī 1351H, 3/177)।

প্রকৃতপক্ষে বিধান স্থায়িত্বের কার্যকারণ নিয়ে উসূলবিদগণের মধ্যে মতপার্থক্য বিদ্যমান। যারকাশী ইমাম আবু যাইদ দাব্বুস থেকে বর্ণনা করেছেন; তিনি বলেন,

> دليل ثبوت الحكم عندي غير دليل بقائه، فإن النص مثلا، أثبت أصله، ثم بقاؤه بدليل آخر، وهو عدم المزيل.
>
> কোনো বিধান সাব্যস্ত হওয়ার দলিল আমার মতে সেটি স্থায়ী হওয়ার দলিল নয়। উদাহরণস্বরূপ নস হুকুমের মৌলিকত্বকে সাব্যস্ত করে এবং তা স্থায়ী করে অন্য দলিলের মাধ্যমে, আর তা হল উক্ত বিধানের বিলুপ্তকারী দলিল না থাকা (Al-Zarkashī 1992, 6/21)।

ইমাম ইব্ন কাইয়্যিম বলেন,

> إن بقاء الحكم على ما كان، إنما هو مستند إلى موجب الحكم، لا إلى عدم المغير له.
>
> পূর্বের বিধান স্থায়ী থাকা বিধানের কার্যকারণের উপর নির্ভরশীল, বিধানের কার্যকারিতা পরিবর্তনকারী দলিল না থাকার উপর নয় (Ibn Qayyim 1973, 1/339)।

অতএব উপরিউক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, পূর্ব অস্তিত্ব বিধান স্থায়িত্বের উপলক্ষ হতে পারে যদি পরবর্তী সময়ের ঘটনাটি পূর্বের ঘটনার অনুরূপ হয়। কিন্তু পরবর্তীকালের ঘটনায় যদি নতুন কোনো দিক সংযুক্ত হয় তবে এই পরিবর্তিত অবস্থায়ও পূর্ব অস্তিত্ব বিধান স্থায়ী করার দাবি করা যায় না।

**সিদ্ধান্ত**

পূর্ববর্তী ও সমসাময়িক অধিকাংশ আলিম ইসতিসহাবের প্রামাণিকতার প্রশ্নে প্রথম মতকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। অর্থাৎ সাধারণভাবেই কোনোকিছু সাব্যস্তকরণ ও বিতাড়ন উভয় ক্ষেত্রেই ইসতিসহাবের প্রামাণিকতা বিদ্যমান। এর পিছনে বিভিন্ন যুক্তি বিদ্যমান। যেমন-

১. ইসতিসহাবের এ প্রামাণিকতার পক্ষে কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা ও বুদ্ধিভিত্তিক বিভিন্ন প্রমাণ রয়েছে।

২. ইসতিসহাবের সঙ্গে বিভিন্ন ফিকহী রীতি (Legal Maxims) সংশ্লিষ্ট। ইসতিসহাবের প্রামাণিকতা অস্বীকার করার অর্থ উক্ত রীতি ও তৎসংশ্লিষ্ট শাখা-প্রশাখাসমূহ প্রত্যাখ্যান করা।

৩. পূর্ববর্তী ও সমসাময়িক বিভিন্ন আলিম ইসতিসহাবের প্রামাণিকতা বিষয়ে যেসব উক্তি করেছেন সেগুলো এর পক্ষে প্রমাণস্বরূপ। এগুলোর মাধ্যমে

ইসলামী আইনের ক্ষেত্রে ইসতিসহাবের গুরুত্ব ও অবস্থান বর্ণনা করা হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে এ প্রমাণও পেশ করা হয়েছে যে, ইসতিসহাব মূলত ইজতিহাদ ও আইন প্রতিপাদনের পদ্ধতি হিসেবেই ব্যবহৃত হয়, যদিও উসূলবিদগণ এ দ্বারা প্রমাণ পেশ ও গ্রহণের পরিমাণ নিয়ে মতভেদ করেছেন।

অতএব আমরা বলতে পারি, যারা সাধারণভাবে ইসতিসহাবের প্রামাণিকতা সাব্যস্ত করেছেন তাদের মতই অধিকতর গ্রহণযোগ্য। কেননা সার্বিক বিবেচনায় অন্যান্য মতের তুলনায় এ মত শক্তিশালী। প্রায়োগিক প্রেক্ষাপটও এ দাবি করে। বিশেষত যেসব বিষয়ে কুরআন-সুন্নাহর কোনো নস নেই সেসব বিষয়ের আইন প্রতিপাদনের ক্ষেত্রে ইসতিসহাব এক কার্যকর পদ্ধতি হিসেবে প্রমাণিত।

## ইসতিসহাবের প্রকারভেদ

উসূলবিদগণ ইসতিসহাবকে নিম্নোক্ত প্রকারে ভাগ করেছেন।

### ১. 'সবকিছুর মৌলিকত্ব হল বৈধতা' এ বিধানের আলোকে ইসতিসহাব (استصحاب حكم الإباحة)

সবকিছুর মৌলিকত্ব হল বৈধতা যতক্ষণ না তা অবৈধ হওয়ার ব্যাপারে শরয়ী দলিল পাওয়া যায়। অর্থাৎ মৌলিকভাবে সবকিছু বৈধ। তবে শরীআতের দলিলের ভিত্তিতে যা হারাম করা হয়েছে তার বৈধতা দূরীভূত হয়ে গেছে। অতএব মৌলিকভাবে সবকিছু বৈধ এ নীতির বিপরীতে কোনো দলিল না পাওয়া পর্যন্ত উক্ত সাধারণ বিধানের আলোকে ইসতিসহাব করাই হল এ প্রকার ইসতিসহাবের মূল প্রতিপাদ্য। এ প্রকার ইসতিসহাবের দাবি অনুযায়ী ইতঃপূর্বে সাব্যস্ত বিধান বর্তমানেও চলমান থাকবে, কারণ উক্ত বিধান পরিবর্তন করার মত কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি। উদাহরণস্বরূপ মৌলিকভাবে সব ধরনের ব্যবসায়িক চুক্তি বৈধ। যতক্ষণ না এর মধ্যে হারাম কিছু প্রবেশ করে। অতএব পরিবর্তিত পরিস্থিতিতেও চুক্তি হারাম হওয়ার মত কিছু না ঘটলে উক্ত চুক্তি ইসতিসহাবের ভিত্তিতে বৈধ।

### ২. মৌলিকভাবে অবর্তমান এমন বিষয়ের ইসতিসহাব (استصحاب العدم الأصلي)

মৌলিকভাবে অবর্তমান বলতে এমন বিষয় সাধারণ বুদ্ধি-বিবেচনা যার অবিদ্যমানতা সমর্থন করে এবং শরয়ী দলিলের ভিত্তিতে বিষয়টি সাব্যস্ত হয় না। যেমন ব্যবসায়িক দুই অংশীদারের একজন যদি দাবি করে ব্যবসায়ে কোনো লাভ হয়নি এবং অন্যজন তা অস্বীকার করে অতঃপর বিষয়টি বিচারক বরাবর উত্থাপিত হয় তবে বিচারক ইসতিসহাবের ভিত্তিতে প্রথম অংশীদারের দাবি সত্যায়ন করবেন। কারণ এক্ষেত্রে স্বাভাবিক বা মৌলিক অবস্থা হল লাভ না হওয়া। তবে দ্বিতীয় অংশীদার যখন লাভ হওয়ার পক্ষে কোনো প্রমাণ উপস্থাপন করবেন তখন সে অনুযায়ী বিচার করা হবে।

একইভাবে কেউ যদি দাবি করে আমি অমুকের কাছে এত টাকা পাব অর্থাৎ সে আমার কাছে ঋণী। তবে প্রমাণ উপস্থাপন করতে না পারলে তার দাবি পরিত্যাজ্য হবে। কেননা মৌলিকত্ব হল কেউ কারও কাছে ঋণী নয় বা দায়মুক্ততা।



### ৩. এমন দলিলের মাধ্যমে ইসতিসহাব করা যা নির্দিষ্টকরণ বা রহিত হওয়ার সম্ভাবনা রাখে (استصحاب الدليل مع احتمال المعارض تخصيصا أو نسخا)

জমহুরের মতে, যখন কোনো সাধারণ বিধান বা নস বর্ণিত হয় তখন তা তার অর্ন্তগত সকল বিষয়ই অন্তর্ভুক্ত করে। যদি ঐ বিধানের অন্তর্ভুক্ত কোনো একটি বিশেষ বিষয় নিয়ে বিতর্কের সৃষ্টি হয় যে, তা ঐ সাধারণ বিধানের অন্তর্ভুক্ত নাকি নির্দিষ্টকরণের মাধ্যমে ঐ সাধারণ বিধান থেকে বের হয়ে গেছে? অতঃপর মুজতাহিদ উক্ত বিতর্কিত বিষয়টি সাধারণ বিধান বহির্ভূত হওয়ার পক্ষে কোনো দলিল খুঁজে পায় না। বিধায় উক্ত বিতর্কিত বিষয়ের ক্ষেত্রে সাধারণ বিধানকে ইসতিসহাব করে (Al-Ghazālī 1997, 1/221; Al-Shawkānī 1999, 2/176)।

ইমাম গাযালী নিম্নোক্ত হাদীস দ্বারা এ প্রকার ইসতিসহাবের উদাহরণ পেশ করেছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

لَا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يُجْمِعْ قَبْلَ الْفَجْرِ.

যে ব্যক্তি ফজরের পূর্বে রোযার নিয়্যাত নিশ্চিত করল না তার রোযা হল না (Al-Nasāī 1991, 2646)।

এ হাদীসটি রমযানের বা অন্য সময়ের সব রোযাকে অন্তর্ভুক্ত করে। কিন্তু কেউ যদি এ রোযা দ্বারা শুধুমাত্র রমযানের রোযাকে নির্দিষ্ট করে তবে তাকে এ ব্যাপারে দলিল প্রমাণ উপস্থাপন করতে হবে। নতুবা ইসতিসহাবের নিয়ম অনুযায়ী সকল রোযার ক্ষেত্রে নিয়্যাত আবশ্যক হবে (Al-Ghazālī 1997, 1/221)।

একইভাবে যদি কোনো বিধানের কার্যকারিতা চলমান রাখা বা রহিত করার কোনো দলিল পাওয়া না যায় তবে ইসতিসহাব উক্ত বিধান স্থায়ী রাখার প্রমাণ হিসেবে কাজ করে (Ibn Ḥazm 1404H, 5/3)।

### ৪. এমন শরয়ী বিধানের ইসতিসহাব স্বয়ং শরীআতই যা সাব্যস্ত বা স্থায়ী হওয়া প্রমাণ করে (استصحاب الحكم الشرعي الذي دل الشرع على ثبوته أو دوامه)

শরয়ী কোনো বিধান যা দলিলের ভিত্তিতে সাব্যস্ত হয়েছে এবং উক্ত বিধান পরিবর্তন করার মত কোনো দলিল প্রতিষ্ঠিত হয়নি। যে কারণের প্রেক্ষিতে উক্ত বিধান জারি করা হয়েছিল সে কারণ এখনও বিদ্যমান থাকায় বিধানও অবশিষ্ট থেকে যায় (Ibn Qayyim 1973, 1/339; Al-Shawkānī 1999, 2/176)। এ প্রকার ইসতিসহাবের উদাহরণ, সহীহ আকদের মাধ্যমে বিবাহ সম্পন্ন হলে বৈবাহিক জীবনের বৈধতা ততক্ষণ চলমান থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের বৈবাহিক সম্পর্ক অবৈধ হওয়ার মত কোনো প্রমাণ যেমন তালাক ইত্যাদি পতিত না হবে।

এ ইস্তিসহাবে পূর্ব বিধানের কারণ বর্তমান থাকায় একে (استصحاب حكم الماضي لوجود سببه) ও শরয়ী বিধানের প্রতিষ্ঠিত বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে ইসতিসহাবও (استصحاب الوصف المثبت للحكم الشرعي) বলা হয় (Al-Turkī 1977, 347)।

**৫. পরিবর্তিত অবস্থাকে ইসতিসহাব (استصحاب المقلوب)**

কোনো কোনো উসূলবিদ এ প্রকার ইসতিসহাবকে 'বর্তমানকে অতীতে ইসতিসহাব করা' নাম দিয়েছেন। অর্থাৎ বর্তমানে কোনো বিষয় প্রতিষ্ঠিত রয়েছে এমন যুক্তির ভিত্তিতে প্রমাণ করা যে, অতীতেও বিষয়টি একই ছিল (Al-Suyūtī ND, 1/350)।

উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, যদি কেউ কোনো দাস বা দাসীকে অপহরণ করে এবং উদ্ধারের পর দেখা যায় সে অন্ধ। অতঃপর উক্ত দাস বা দাসীর মালিক দাবি করে যে, সে সুস্থ চোখ বিশিষ্ট ছিল কিন্তু অপহরণকারী তা অস্বীকার করে বলে, আমি তাকে অন্ধ হিসেবেই অপহরণ করেছি তবে বর্তমানকে অতীতে টেনে নিয়ে অপহরণকারীর কথাই গ্রহণ করা হবে (Al-Suyūtī 1998, 76)।

**৬. বিরোধপূর্ণ স্থানে ইজমাকে ইসতিসহাব করা (استصحاب الإجماع في محل النزاع)**

কোনো অবস্থার প্রেক্ষিতে ইজমার মাধ্যমে কোনো বিধান সাব্যস্ত হয়েছে। অতঃপর উক্ত অবস্থায় পরিবর্তন এসেছে। এই পরিবর্তিত অবস্থায়ও পূর্বের বিধান ইসতিসহাব করা এই যুক্তিতে যে, যে ব্যক্তি বিধান পরিবর্তনের দাবি করবে তাকে দলিল প্রতিষ্ঠা করতে হবে (Al- Basrī 1965, 2/884)।

ইমাম শাওকানী বলেন,

> بأن يتفق على حكم في حاله، ثم يتغير صفة المجمع عليه، فيختلفون فيه، فيستدل من لم يغير الحكم باستصحاب الحال
>
> কোনো এক বিশেষ অবস্থার প্রেক্ষাপটে কোনো বিষয়ে একমত হওয়ার পর ঐকমত্য হওয়া বিষয়ের বৈশিষ্ট্য পরিবর্তন হয়ে যায়। ফলে এ ব্যাপারে মতপার্থক্য সৃষ্টি হয়। যারা পূর্বের বিধানকে পরিবর্তন করতে চায় না তারা বর্তমান অবস্থাকে ইসতিসহাব করার পক্ষে একে প্রমাণ হিসেবে পেশ করেন (Al-Shawkānī 1999, 2/176)।

উদাহরণস্বরূপ পানি পাওয়া না গেলে তায়াম্মুম করে নামায আদায় বৈধ হওয়ার ব্যাপারে সকলেই একমত। সে হিসেবে কেউ তায়াম্মুম করে নামায শুরু করল অতঃপর নামাযের মধ্যেই পানির সন্ধান পেল। এখন পানি না থাকার পরিস্থিতি পরিবর্তন হয়ে যাওয়ায় উক্ত নামাযরত ব্যক্তি নামায পূর্ণ করবেন নাকি নামায ছেড়ে ওযু করে পুনরায় নামায আদায় করবেন এ ব্যাপারে ফকীহগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। এ বিরোধপূর্ণ অবস্থায় পূর্বের ইজমা তথা তায়াম্মুমের মাধ্যমে তার নামায শুদ্ধ হবে এর উপর ইসতিসহাব করে নামায পূর্ণ করাই এ প্রকার ইসতিসহাবের মূল প্রতিপাদ্য।

## ইসতিসহাব সংশ্লিষ্ট ফিকহী রীতি (Legal Maxims)

ইসলামী আইনের নীতিমালা শাস্ত্রে ইসতিসহাব সংশ্লিষ্ট কিছু রীতি বিদ্যমান। যেগুলো ইসলামী আইন গবেষক তথা মুজতাহিদকে মামলা বা ঘটনার মূলতত্ত্ব, কোনোটি সন্দেহপূর্ণ, কোনোটি সন্দেহপূর্ণ নয় ইত্যাদি বিষয় অবগত হতে সাহায্য করে। একইভাবে এগুলোর মাধ্যমে ইয়াকীন বা নিশ্চিতজ্ঞান, মৌলিকত্বের ভিত্তিতে নতুন বিষয়ের বিধান উদ্ভাবন ইত্যাদি সম্পর্কে জানা যায়। নিম্নে এ সংশ্লিষ্ট কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ রীতি আলোচনা করা হল:



**১. সন্দেহের কারণে নিশ্চিতজ্ঞান দূরীভূত হয় না**

ইসলামী আইন শাস্ত্রের পাঁচটি মৌলিক ও বৃহৎ রীতির (Five Major Maxim) অন্যতম হল, اليقين لا يزول بالشك বা সন্দেহের কারণে নিশ্চিতজ্ঞান দূরীভূত হয় না। এ রীতিটি এমন এক গুরুত্বপূর্ণ রীতি যা ইসলামী আইনের বিভিন্ন শাখা যেমন ইবাদাত, লেনদেন, দণ্ড-আইন, বিচারব্যবস্থা ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রে প্রয়োগ হয় এবং যার অধীনে অসংখ্য বিধি-উপবিধি অন্তর্ভুক্ত হয়। ইমাম সুয়ূতী বলেন,

> اعلم أن هذه القاعدة تدخل في جميع أبواب الفقه والمسائل المخرجة عليها تبلغ ثلاثة أرباع الفقه أو أكثر
>
> এ রীতিটি ফিকহের সকল অধ্যায়ে প্রবিষ্ট হয়। এমনকি ফিকহের তিন-চতুর্থাংশ বা তার চেয়ে বেশি মাসআলা এ রীতির মাধ্যমে নির্গত হয়েছে (Al-Suyūtī 1998, 119)।

**ব্যাখ্যা:** ফকীহ ও উসূলবিদগণ এ রীতির যে ব্যাখ্যা করেছেন তার সার-সংক্ষেপ এমন যে, ইয়াকীন তথা নিশ্চিত জ্ঞানের মাধ্যমে কোনোকিছু সাব্যস্ত হওয়ার পর যদি কোনো কারণে উক্ত বিষয়ে সন্দেহ হয় তবে পূর্বের ইয়াকীন তথা নিশ্চিত জ্ঞানই কার্যকর হবে। সন্দেহের কারণে নিশ্চিতজ্ঞান দূরীভূত হবে না। কেননা নিশ্চিত জ্ঞানের উপর তার চেয়ে দুর্বল বিষয় তথা সন্দেহ প্রাধান্য পেতে পারে না। বরং একে অপসারণ করার জন্য এর অনুরূপ বা তার চেয়ে শক্তিশালী প্রমাণ প্রয়োজন (Zarqā 1983, 37)।

**প্রামাণিকতা:** কুরআন সুন্নাহ, ইজমা ও বুদ্ধিভিত্তিক দলিলের মাধ্যমে এ রীতির প্রামাণিকতা সাব্যস্ত হয়।

ক. মহান আল্লাহ বলেন,

> ﴿وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا﴾
>
> বস্তুত তাদের অধিকাংশই শুধু ধারণার উপর চলে, অথচ সত্যের মোকাবেলায় ধারণা কোনো কাজেই আসে না (Al-Qurān, 10:36)।

> وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا
>
> বস্তুত এ বিষয়ে তাদের কোনো জ্ঞান নেই। তারা কেবল ধারণার উপর চলে। অথচ সত্যের বিপরীতে ধারণা অনুমান ফলপ্রসূ নয় (Al-Qurān, 53:28)।

আল্লামা আলুসী এ আয়াতসমূহে বর্ণিত 'ধারণা' শব্দের অর্থ করেছেন সন্দেহ। এ কারণে তিনি এ আয়াতগুলো থেকে সন্দেহ পরিত্যাগ করে ইয়াকীন তথা নিশ্চিতজ্ঞান গ্রহণ করার প্রমাণ পেশ করেছেন (Al-Alūsī 1415H, 27/58)।

খ. আমরা ইতঃপূর্বে নামাযে রাকাআত সংখ্যা ও ওযু নিয়ে সন্দেহ হলে করণীয় সম্পর্কিত হাদীস উল্লেখ করেছি। যা থেকে প্রমাণিত হয় রাসূলুল্লাহ ﷺ সন্দেহ থেকে দূরে থেকে নিশ্চিতজ্ঞান গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছেন।

**উদাহরণ:** কাবা তওয়াফরত ব্যক্তি যদি কত চক্কর দিয়েছেন সে ব্যাপারে সন্দেহে পতিত হন তখন নিশ্চিত জ্ঞান তথা কম সংখ্যার উপর আমল করবেন। অর্থাৎ যদি

সন্দেহ হয় ৬ চক্কর দিয়েছেন নাকি ৭ সেক্ষেত্রে ৬ চক্করের বিষয়টি নিশ্চিত কিন্তু ৭ চক্করের বিষয়ে সন্দেহ রয়েছে। অতএব এক্ষেত্রে নিশ্চিত জ্ঞানের উপর আমল করতে হবে এবং ৭ম চক্কর পূর্ণ করতে হবে।

এ অধ্যায়ে বাকি যেসব রীতি রয়েছে সবগুলো মূলত এ রীতি থেকে নির্গত ও এর অধিভুক্ত।

## ২. পূর্ব অবস্থায় থাকাটাই মৌলিকত্ব

ফকীহ ও উসূলবিদগণের নিকট অতি পরিচিত ও প্রসিদ্ধ একটি রীতি হল, الأصل بقاء ما كان على ما كان বা 'পূর্ব অবস্থায় থাকাটাই মৌলিকত্ব'। তারা ইয়াকীন তথা নিশ্চিতজ্ঞান নির্ণয়ের মূলনীতি হিসেবে এ রীতির উপর নির্ভর করেছেন। একে ইসতিসহাবের দলিল হিসেবেও গণ্য করা হয়। এ কারণে অনেক উসূলবিদ এ রীতিকে তাদের গ্রন্থে 'ইসতিসহাব' শিরোনামে উল্লেখ করেছেন (Zarqā 1983, 44)। তালমাসানী বলেন,

> وهو المسمى في العرف الأصولي باستصحاب الحال وهو أصل من أصول الشريعة تدور عليه مسائل وفروع
>
> রীতিটি উসূলের পরিভাষায় ইসতিসহাব আল-হাল নামে পরিচিত। যা ইসলামী শরীআতের মূলনীতিসমূহের অন্যতম নীতি এবং যার উপর অস্যংখ মাসায়েল ও শাখা-প্রশাখা আবর্তিত হয় (Al-Wansharīsī 1981, 3/425)।

**ব্যাখ্যা:** পূর্বে দলিলের ভিত্তিতে কোনোকিছুর অস্তিত্ব বা বিধান সাব্যস্ত হয় অথবা তার একটি অবস্থা স্বীকৃত হয়। কিন্তু পরবর্তীতে উক্ত অবস্থায় কিছু পরিবর্তন পরিদৃষ্ট হওয়ায় আইন গবেষককে এই পরিবর্তিত অবস্থার বিধান নির্ণয়ে রত হতে হয়। ব্যাপক অনুসন্ধান, চিন্তা-গবেষণার পর গবেষকের ধারণায় এটিই প্রবল হয় যে, এই পরিবর্তিত অবস্থা পূর্বের বিধানে কোনো প্রকার পরিবর্তন আনেনি বা আনার মত কোনো যোগসূত্রও পাওয়া যায়নি। তখন এই রীতি প্রয়োগের মাধ্যমে পূর্বের বিধানকে স্থায়ী করা হয় (Zarqā 1983, 43)। অতএব যা হালাল ছিল তা হালালই থেকে যায় যতক্ষণ না তা হারাম হওয়ার প্রমাণ উপস্থিত হয়। যা পবিত্র ছিল তা অপবিত্র হওয়ার দলিল না আসা পর্যন্ত পবিত্রই থাকে। যে জীবিত ছিল তার মৃত্যুর প্রমাণ না আসা পর্যন্ত তাকে জীবিতই গণ্য করা হয়।

**উদাহরণ:** যার উপর পবিত্রতা, যাকাত, হজ্জ, উমরা ইত্যাদি ফরয তার মধ্যে যদি সন্দেহের উদ্রেক হয় যে, সে ওগুলো আদায় করেছে কিনা? তবে এই সন্দেহের কারণে ওগুলো আদায় থেকে সে দায়মুক্ত হতে পারবে না। বরং এগুলো আদায় করা তার জন্য আবশ্যক। কেননা "পূর্ব অবস্থায় থাকাটাই মৌলিকত্ব" এ নীতির আলোকে ওগুলো আদায় করার আবশ্যকতা তার উপর রয়ে গেছে। একইভাবে যদি কেউ সন্দেহ করে সে কোনোকিছু মানত করেছিল কিনা? তবে তার উপর মানত আদায় আবশ্যক হবে না। কেননা মৌলিকত্ব হল দায়মুক্ত হওয়া। এ কারণে কোনোকিছুর দায়িত্ব থাকার নিশ্চিতজ্ঞান অর্জিত না হলে ঐ দায়মুক্ততার বিধানই তার জন্য প্রযোজ্য হবে (Al-Sulamī 1980, 2/51)।



## ৩. দায়মুক্ত হওয়াই মৌলিকত্ব

ইসতিসহাব সংশ্লিষ্ট আরেকটি রীতি হল, الأصل براءة الذمة বা 'দায়মুক্ত হওয়াই মৌলিকত্ব'। এ রীতিটি ফিকহের বিভিন্ন শাখায় বিশেষত বিচার, দণ্ড, চুক্তি, জরিমানা, দায়বদ্ধতা ইত্যাদি ক্ষেত্রে অন্তর্ভুক্ত হয়।

**ব্যাখ্যা:** যার জন্য শরীআত পালন আবশ্যক তথা মুকাল্লাফ ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত কোনো প্রকার কর্ম সম্পন্ন করার বাধ্যবাধকতা থেকে মুক্ত থাকবেন। যতক্ষণ শরীআত দলিলের মাধ্যমে তার উপর কোনো দায়িত্ব পালন অথবা কোনো আর্থিক লেনদেন আবশ্যক করে। কোনো বিষয়ের মৌলিকত্ব তথা দায়মুক্ত হওয়াকে গ্রহণ করার অর্থ প্রকাশ্য রূপকে গ্রহণ করা। আর মৌলিকত্বের বিপরীত অবস্থা গ্রহণ করা অর্থ প্রকাশ্যের বিপরীত রূপ গ্রহণ করা। অতএব যে ব্যক্তি প্রকাশ্যের বিপরীত রূপকে গ্রহণ করবে ও ভিন্ন অবস্থাকে সাব্যস্ত করতে চাইবে সেই বাদী। আর বাদীর জন্য প্রমাণ উপস্থাপন করা আবশ্যক। আর যে প্রকাশ্য রূপকে গ্রহণ করবে ও বিপরীত রূপকে প্রত্যাখ্যান করবে সে হবে বিবাদী। সুতরাং তার জন্য প্রমাণ উপস্থাপনের প্রয়োজন নেই।

**প্রামাণিকতা:** এ রীতিটি মূলত রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর একটি হাদীস থেকে নিসৃত। তিনি বলেন,

> الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ
>
> বাদীর দায়িত্ব প্রমাণ উপস্থাপন আর বিবাদীর জন্য শপথ (Al-Bukhārī 1422H, 2514)।

অতএব সাধারণভাবে বিবাদীর পক্ষেই ফয়সালা দেয়া হবে। কেননা মৌলিকভাবে প্রত্যেকেই দায়মুক্ত। কাউকে এই দায়মুক্ততা থেকে বের করে দায়ী সাব্যস্ত করতে হলে অবশ্যই প্রমাণ উপস্থাপন করতে হবে।

**উদাহরণ:** যদি কেউ কারও কোনো জিনিস নষ্ট করে এবং ক্ষতিপূরণ দেয়ার সময় জিনিসের মালিক ও নষ্টকারী দুজন এর মূল্য নিয়ে মতবিরোধ করে তবে জিনিসটি যে নষ্ট করেছে শপথের মাধ্যমে বিবৃত তার কথাই গ্রহণযোগ্য হবে। তবে মালিক যদি আরও অতিরিক্ত মূল্য দাবি করে তবে তাকে প্রমাণ উপস্থাপন করতে হবে। একইভাবে ভাড়াটিয়া ও ঘরের মালিক তথা ভাড়াদানকারী যদি ভাড়া পরিশোধের সময় পরিমাণ নিয়ে মতবিরোধ করে তবে ভাড়াটিয়ার কথাই গ্রহণযোগ্য হবে। তবে মালিক প্রমাণ উপস্থাপন করে তার দাবি পেশ করতে পারবেন (Zarqā 1983, 67)।

## ৪. কল্যাণকর সবকিছুর মৌলিকত্ব হল বৈধতা

মানুষের জন্য উপকারী প্রতিটি বিষয়ের মৌলিকত্ব হল সেটি বৈধ, যতক্ষণ না দলিলের ভিত্তিতে তা বৈধ না হওয়ার প্রমাণ পাওয়া যায়। এ কারণে ফিকহী রীতি নির্ধারণ করা হয়েছে, 'কল্যাণকর সবকিছুর মৌলিকত্ব হল বৈধতা' বা الأصل في الأشياء النافعة الإباحة। এ রীতিটি নতুন ও সাম্প্রতিক বিষয়ের বিধান প্রতিপাদনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

**ব্যাখ্যাঃ** এখানে বৈধতা বলতে শরীআত আসার পূর্বে সুস্থ মস্তিষ্কের সাধারণ বিবেচনা অনুযায়ী যা মানুষের জন্য উপকারী সাব্যস্ত হয়েছে এবং শরীআত আসার পর এটি গ্রহণ করা বা পরিত্যাগ করার ব্যাপারে কোনো নির্দেশনা দেয়া হয়নি। অতএব এ দৃষ্টিকোণ থেকে এটি শরয়ী বিবেচনায় বৈধ নয় বরং আকলী তথা বিবেক-বুদ্ধির বিবেচনায় বৈধ বলা হবে। আর শরীআত আসার পর সবকিছুর মৌলিকত্ব কী সে বিষয়ে আলিমগণ মতভেদ করেছেন। হানাফী, শাফিয়ীগণের একদল, হাম্বলীগণের কেউ কেউ ও জাহিরীগণের মতে সাধারণভাবে প্রত্যেক বস্তুর মৌলিকত্ব হল বৈধতা। আবার শাফিয়ীগণের কেউ কেউ, কিছু মালিকী ফকীহের মতে প্রত্যেক বস্তুর মৌলিকত্ব হল নিষিদ্ধতা, যতক্ষণ না তার বৈধতার দলিল সাব্যস্ত হয়। হাম্বলী মাযহাবভুক্ত আবু বকর সাইরিফী, ইব্ন আকীল ও আবুল হাসান আশআরীর মত অনুযায়ী সবকিছুর মৌলিকত্ব অপেক্ষমান। অর্থাৎ অবস্থার আলোকে নির্ধারণ করা হয়। ইমাম রাযী, বায়যাভী ও ইব্ন সুবকীসহ অনেক উসূলবিদ এর ব্যাখ্যা করেছেন যে, উপকারী বিষয়ের মৌলিকত্ব বৈধতা এবং ক্ষতিকর বিষয়ের মৌলিকত্ব নিষিদ্ধতা (Al-Suyūtī ND, 2/3)।

**উদাহরণঃ** স্থান-কাল-পাত্র ভেদে এমন অনেক পশু-পাখি, কীট-পতঙ্গ, লতাপাতা, ফল-ফসল পাওয়া যায় যেগুলোর বিধানতো দূরের কথা নাম পর্যন্ত অজানা থাকে। অতএব এ জাতীয় বস্তু যা হালাল বা হারাম হওয়ার ব্যাপারে কোনো দলিল সাব্যস্ত হয়নি তার মৌলিকত্ব হল বৈধতা। যতক্ষণ না এটি মানুষের জন্য ক্ষতিকর হিসেবে প্রমাণিত হয়। যদি এটি ক্ষতিকর হিসেবে প্রমাণিত হয় তবে এর বৈধতার বিধান দূরীভূত হবে। একইভাবে সমসাময়িক বিভিন্ন দ্রব্য-সামগ্রী, মেশিনারিজ, চুক্তি, লেনদেন ইত্যাদির ক্ষেত্রেও এ রীতিটি প্রয়োগ করা হয়।

### উপসংহার

অতএব উপরিউক্ত আলোচনার পর আমরা এ সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারি যে, ইসতিসহাব বলতে বুঝায়, অতীতে প্রতিষ্ঠিত থাকার প্রেক্ষিতে বর্তমান প্রচলিত কোনো বিধান পরিবর্তন করার মত কোনো দলিল না পাওয়া পর্যন্ত স্থায়ীকরণই ইসতিসহাব। তাই উক্ত বিধান কোনোকিছু সাব্যস্তকারী হোক বা দূরীভূতকারী হোক। উসূলবিদগণ ইসতিসহাবকে আইন প্রণয়নের মাধ্যম হিসেবে প্রয়োগের জন্য কিছু শর্ত আরোপ করেছেন। শর্তগুলো যথাযথ বাস্তবায়ন ছাড়া এর প্রয়োগ থেকে বিরত থাকতে হবে। ইসলামী ফিকহের সব মাযহাবেই ইসতিসহাবকে আইন প্রণয়নের মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। তবে এই গ্রহণের পরিমাণ নিয়ে তাদের মধ্যে ভিন্নতা দেখা যায়। ইসতিসহাবের প্রামাণিকতার পক্ষে কুরআন, সুন্নাহ, সাহাবী ও তাবিঈগণের কর্মসহ বুদ্ধিভিত্তিক প্রমাণ বিদ্যমান। যার আলোকে এর প্রামাণিকতাকে উপেক্ষা করা সম্ভব নয়। তাছাড়া প্রয়োগিক প্রেক্ষাপটও এ দাবি করে। ইসলামী আইনের নীতিমালাশাস্ত্র অনুযায়ী ইসতিসহাব কয়েক প্রকারে বিভক্ত। এ প্রকারগুলো মূলত পরিবর্তিত পরিস্থিতির বিধান প্রতিপাদনে আইন গবেষকের জন্য সহায়ক শক্তি



হিসেবে কাজ করে। ইসলামী ফিকহে ইসতিসহাব সংশ্লিষ্ট কিছু রীতি রয়েছে। যেগুলো আইন গবেষককে মামলা বা ঘটনার মূলতত্ত্ব নির্ধারণে সাহায্য করে।

## Bibliography


Al-Qurān al-Karīm

Abū Jahrah, al-Imām Muhammad. 1974. Ibn Hanbal: *Hayatuhu wa `Asruhu Ara'uhu wa Fiqhuh*. Beirut: Dār al-Fikr al-Arabī.

Abū Jahrah, al-Imām Muhammad. ND. *Uṣūl al-Fiqh*. Cairo : Dār al-Fikr al-`Arabī.

Al-Alūsī, Shihāb al-Dīn Mahmūd ibn ʿAbdullah al-Husainī al-Baghdādī. 1415H. *Rūh al-Maʿānī fī Tafsīr al-Qurān al-ʿAdhīm wa al-Sabʿa al-Mathānī*. Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah.

Al-Baghā, Mustafā Deeb. 1993. Asar al-Adillah al-Mukhtalaf fihā. Dimashk: Dār al-Qalam.

Al-Basrī, Abū al-Ḥusain Muḥammad Ibn 'Alī Ibn at-Tayyib. *Kitāb al-Mutamad fī Uṣūl al-Fiqh*. 1965. Dimashq: Al-Ma`had al-Ilmi al-Faransi.

Al-Bazdawī, Abu al-Hasan 'Ali ibn Muhammad. 1980. *Kanz al-Wusūl ila Ma'rifat al-Usūl*. Bairut: Dār al-Kurub al-'Ilmiyyah.

Al-Bukhārī, Abū ʿAbdullah Muhammd ibn Ismāʿīl. 1422H. *Al-Jāmiʿ al-Musnad al-Sahīh*. Beirut: Dār Tawk al-Nazāt.

Al-Bukhārī, Alauddīn Abdul Azīz. 1974. *Kashful Asār*. Cairo: Beirut: Dār al-Kitāb al-Arabī.

Al-Fayyūmī , Aḥmad ibn Muḥammad. ND. *Al-Misbāh Al-Munīr fī Gharīb Al-Sharh Al-Kabīr*. Beirut: Al-Maktaba al-'Ilmiyyah

Al-Ghazālī, Abū Hāmid Muhammad ibn Muhammad ibn Muhammad ibn Ahmad. 1997. *Al-Mustasfā*. Beirut: Muassasah al-Risālah.

Al-Husaynī, Amir Badshah Muhammad Amīn. 1351H. *Taisīr al-Tahrīr*. Cairo: Matbaa' Mustafa al-Babī al-Halabī.

Al-Ishbilī, Ibn Asfur. 1978. Al-Namt fī al-Tasrīf. Bairut: Dār al-Afāq al-Jadīd.

Al-Jizanī, Muḥammad ibn Ḥusayn. 1996. *Maālim Uṣūl al-Fiqh*. Riyadh: Dār Ibn Al-Jawzī.

Al-Khallāf, Abd al-Wahhāb. 1993. *Masādir al-Tashīi` al-Islāmī fī mā lā Nāss fīhi*. Kuwait: Dār al-Qalam.

Al-Mutī'ī, Muhammad Bakhīt. ND. *Sullam al-Wusūl li-Sharh Nihayat al-Sūl*. Bairut: Dār al-ʿĀlam Al-Kutub.

Al-Nasāī, Abū `Abd al-Rahmān Ahmad ibn Shu`aib. 1991. *Al-Sunan al-Kubrā*, commentary of Dr. Abd al-Gaffār Sulaimān. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Al-Qarāfī, Shihāb al-Dīn Abu al-'Abbas Ahmad. 1997. *Sharh Tanqih al-Fusul fi Ikhtisar al-Mahsul fi al-Usul*. Beirut: Dār al-Fikr.

Al-Samʿānī, Abū Sad Abd al-Karīm ibn Abī Bakr Muḥammad ibn Abiʾl-Muẓaffar Manṣūr. 1999. *Kawati Al-Adillah fī al-Usūl.* Bairut: Dār al-Kurub al-'Ilmiyyah.

Al-Sarakhsī, Muḥammad ibn Aḥmad ibn Abū Sahl. 1993. *Uṣūl al-Sarakhsī*. Bairut: Dār al-Kurub al-'Ilmiyyah.

Al-Shawkānī, Muhammad ibn ʿAli ibn Muhammad. 1999. *Irshād al-Fuhūl ilā Tahqīq al-Haqq min ʿ Ilm al-Usūl*. Beirut: Muassasah al-Kutub al-ʿ Ilmiyyah.

Al-Subkī, Taqī al-Dīn Ali ibn Abd al-Kāfi ibn Ali al-Khazraji al-Ansāri. 1999. *Raf ul Hāzib an Mukhtasar ibn al-Hāzib*. Bairut: Dār al-ʿĀlam Al-Kutub.

Al-Sulamī, 'Izz al-Dīn 'Abd al-'Azīz ibn 'Abd al-Salām. 1980. *Qawā`id al-aḥkām fī maṣāliḥ al-anām*. Beirut: Dār al-Zeel.

Al-Suyūtī, Jalāl al-Dīn 'Abd al-Rahmān ibn Abū Bakr. 1998. *Al-Ashbah wa al-Nazair*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Arabī.

Al-Suyūtī, Jalāl al-Dīn 'Abd al-Rahmān ibn Abū Bakr. ND. *Jamʿ Al-Jawāmī*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Al-Turkī, Abdullah ibn Abdul Muhsin. 1977. *Usūl Mazāhib al-Imām Ahmad ibn Hambal*. Riyadh: Maktaba al-Riyadh al-Hadeesah.

Al-Wansharīsī, Abul ʿAbbās Aḥmad ibn Yaḥyā. 1981. *Al-Miyār al-Muarrab wa al-Jami al-Mugharrab*. Damascus: Dār al-Gharb al-Islāmī.



Al-Zarkashī, Abū Abdullāh Badr ad-Dīn Mohammad. 1992. Al-Baḥr al-Muḥīt fī Usūl al-Fiqh. Cairo: Dār al-Safwat.

Al-Zuhaylī, Wahbah Mustafā. 1986. *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī.* Beirut: Dār al-Fikr.

Ibn Abī Shaybah, Abū Bakr 'Abdullaah ibn Muhammad. 1409H. *Musannaf*. Riyadh: Maktaba al-Rushd.

Ibn Fāris, Abu Al-Husayn Aḥmad Ibn Fāris al-Qazwīnī. 1970. *Mu'jam maqayis al-lughah*. Cairo: Matbaa' al-Halabī.

Ibn Ḥazm, Abū Muḥammad ʿAlī ibn Aḥmad ibn Saʿīd. 1404H. *Al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām*. Cairo: Dār Al-Hādīth.

Ibn Humām , Kamāl al-Dīn Muḥammad. 1351H. *Al-Tahrīr fī 'Ilm al-Usūl*. Cairo: Matbaa' Mustafa al-Babī al-Halabī.

Ibn Manzūr, Muhammad ibn Mukarrom al-Afrīqī al-Misrī. N.D. *Lisān al-'Arab*. Beirut: Dār sādir.

Ibn Qayyim al-Jawjiyyah, Abū 'Abdullah Muhammad ibn Abū Bakr. 1973. *'Ilām al-Muwaqiyīn 'an Rabb al-Alamīn*. Beirut: Dār al-Zeel.

Ibn Qudāmah al-Maqdīsī, Muwaffaq al-Dīn Abū Muḥammad ʿAbdullāh ibn Aḥmad ibn Muḥammad. 1989. *Rawdah al-Nazīr*. Beirut: Muassasah al-Risālah.

Muslim, Abū al-Husaīn Muslim ibn Hajjāj. ND. *Al-Musnad al-Saḥīḥ*. Beirut: Dār al-Zeel.

Rahman, Dr. Muhammad Fazlur. 2009. *Al-quamusul-wazij Li dirasatil A`rabiatil Ajij*, Dhaka: Riad Prokashoni.

Zarqā, Mustofā Aḥmad. 1983. *Sharh al-Qawāid al-Fiqhiyyah.* Damascus: Dār al-Gharb al-Islāmī.